যায়যায়দিন

তারিখঃ ১৮-০৫-২০২৩ (পৃঃ ০১২)

বাগেরহাটের রামপালে লবণাক্ত জমিতে বোরোর আবাদ -যাযাদি

ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে বোরো ধানের বাম্পার ফলন -যাযাদি

রামপালে তীব্র লবণাক্ততার মধ্যেও বোরোর বাম্পার ফলন

■ স্বদেশ ডেস্ক

বাগেরহাটের রামপালে লবণাক্ত জমিতে এবার বোরোর আবাদ করে বাম্পার ফলন পেয়েছেন স্থানীয় চাষিরা। এ ছাড়া ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে বোরো ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে। বাতাসে মাঠজুড়ে ধানের দোল কৃষকের মুখে হাসি ফুটিয়েছে। ধানের ফলন দেখে কৃষকরা লাভবান হওয়ার স্বপ্নে দিন কাটাচ্ছেন। নিজ এলাকা থেকে প্রতিনিধিদের পাঠানো বিস্তারিত খবর-

রামপাল (বাগেরহাট) প্রতিনিধি জানিয়েছেন, উপকূলীয় উপজেলা রামপালে তীব্র লবণাক্ততার মধ্যেও বোরো ধানের আবাদ বৃদ্ধি ও ভালো ফলন ঘরে তুলছেন কৃষকরা। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে এ এলাকার কৃষিতে পরিবর্তন আনায় বোরো ধানের আবাদ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কৃষক তার আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করেছেন।

রামপাল কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, চলতি বছর বোরোর আবাদের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ৪ হাজার ৬০০ হেক্টর জমিতে। সেটি বেড়ে ৪ হাজার ৭০১ হেক্টরে দাঁড়িয়েছে। তীব্র দাবদাহ, লবণাক্ততার প্রভাব ও মিষ্টি পানির অভাবে কয়েক হাজার হেক্টর জমি অনাবাদি পড়ে ছিল। কৃষকদের লবণ সহিষ্ণু জাতের উন্নত জাতের বীজ ধান, সার ও কৃষি উপকরণ এবং প্রশিক্ষণ দেওয়ায় কৃষি খাত বেশ ঘুরে দাঁড়িয়েছে। এ বছর উপজেলার গৌরম্ভা ইউনিয়নে ৫৩৫ হেক্টর, উজলকুড় ইউনিয়নে ২ হাজার ৪১২ হেক্টর, বাইনতলা ইউনিয়নে ১ হাজার ৬ হেক্টর, রামপাল সদর ইউনিয়নে ৪৮২ হেক্টর, রাজনগর ইউনিয়নে ১০৮ হেক্টর, হুড়কা ইউনিয়নে ২৮ হেক্টর, পেড়িখালী ইউনিয়নে ৪২ হেক্টর, ভোজপাতিয়া ইউনিয়নে ৯ হেক্টর, মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নে ৬৭ হেক্টর ও বাঁশতলী ইউনিয়নে ১২ হেক্টর জমিসহ মোট ৭ হাজার ৭০১ হেক্টর জমি আবাদের আওতায় আনা হয়েছিল। এতে প্রায় ২০ হাজার ৬৬১ মে. টন চাল উৎপাদন হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

উপজেলার বড়দিয়া গ্রামের কৃষক মোস্তাজ মোল্লা, সিংগড়বুনিয়া গ্রামের কৃষক বাকিবিল্লাহ ও হুড়কা ইউনিয়নের পার্শ্ব জানান, কৃষি কর্মকর্তা কৃষ্ণা রানী মণ্ডল সময়মতো বীজ, সার ও কৃষি উপকরণ সরবরাহ করায় তারা এবার ভালো ফসল পেয়েছেন। আশা করছেন আগামীতেও কৃষি অফিস থেকে তাদের এভাবে সার, বীজ দিলে কৃষিতে আরও ভালো ফসল ফলাতে পারবেন।

রামপাল উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষ্ণা রানী মণ্ডল জানান, 'প্রতিনিয়ত জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে। মাটির লবণাক্ততার পাশাপাশি বাতাসেও লবণের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা কৃষকদের প্রশিক্ষণ, প্রণোদনার মাধ্যমে বীজ, সার ও কৃষি উপকরণ দিয়েছি। কৃষকরা যাতে আগের মতো ফিরে দাঁড়াতে পারে, এ জন্য বাগেরহাট জেলার উপ-পরিচালক, মাঠপর্যায়ে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তারা সার্বিকভাবে সহায়তা দিয়েছেন। আশা করছি কৃষিতে রামপালে আবারও বিপ্লব ঘটবে।'

গফরগাঁওয়ে বাতাসে ধানের দোলে কৃষকের হাসি

এদিকে **গফরগাঁও (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি** জানান, ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপজেলায় চলতি মৌসুমে বোরো ধান আবাদের লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। একদিকে দাবদাহ, অন্যদিকে অতিরিক্ত গরমে কৃষকের কষ্ট হলেও ধান কেটে মাড়াই কাজ করছেন তারা। পাশাপাশি বসে নেই কৃষাণীরাও। তারাও মনের আনন্দে ধান শুকিয়ে গোলায় তোলার কাজে সহযোগিতা করছেন। উপজেলার ১৫ ইউনিয়নে বোরো ধান মাড়াইয়ের কাজ চলছে।

চলতি মৌসুমে স্থানীয় কৃষক রোদ-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে হাল চাষ দিয়ে বোরো ধান আবাদ করেন। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের ফলে কৃষকরা জমিতে সঠিক সময় পর্যাপ্ত পানি পেয়েছেন। এ ছাড়া কৃষি অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা মাঠপর্যায়ে থেকে সবরকম পরামর্শ দেওয়ায় ও পর্যাপ্ত সার পাওয়ায় এবার কোনো কিছুতেই কৃষকদের বেগ পেতে হয়নি। তা ছাড়া এখন পর্যন্ত আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় ধানের ভালো ফলন হয়েছে।

উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, চলতি মৌসুমে বোরো চাষ হয়েছে ২০ হাজার ৮১৫ হেক্টর জমিতে। উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৮৪ হাজার ২৯৭ হেক্টর মেট্রিক টন। উচ্চফলনশীল ধান আবাদ করায় লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে উৎপাদন হয়েছে ৮৯ হাজার হেক্টর মেট্রিক টন। উচ্চফলনশীল এসব ধানের মধ্যে দুই জাতের ধান রয়েছে, হাইব্রিড ও উফশী।

দীর্ঘদিন বোরো আবাদে কৃষকদের বড় একটি অংশের কাছে ধানের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য জাত ছিল ব্রি ২৮ ও ২৯। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোয় দেখা গেছে, জাত দুটিতে ব্লাস্টের আক্রমণ বেড়েছে। স্থানীয় কৃষি কর্মকর্তারা এখন জাত দুটি আবাদে নিরুৎসাহিত করছেন। বর্তমানে ব্রি ২৮ ও ২৯-এর পরিবর্তে কৃষকদের ব্রি ৮৮, ৮৯ ও ৯২ এবং বঙ্গবন্ধু ১০০ জাতের ধান আবাদে ঝুঁকতে দেখা যাচ্ছে বেশি। বোরো আবাদে ২৮ ও ২৯-এর বিকল্প হয়ে উঠেছে জাতগুলো।

দত্তেরবাজার ইউনিয়নের বারইগাঁও গ্রামের কৃষক শিব্বির আহমেদ জানান, অতিবৃষ্টি কিংবা শিলাবৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন। তবে অনাবৃষ্টির কারণে সেচ দিতে হয়েছে বেশি। এ বছর পোকার আক্রমণ কিংবা রোগ-বালাই তেমন ছিল না। উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তারা নিয়মিত খোঁজ নিয়ে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন। ফলে এবার বাম্পার ফলন পেয়েছেন।

দত্তেরবাজার ইউনিয়নের বিরই গ্রামের হাশেম ক্বারী এ বছর ব্রি ২৮ ও ২৯-এর পরিবর্তে ব্রি ধান ৮৯, ৯২ ও বঙ্গবন্ধু ১০০ ধান আবাদ করেছেন। তিনি বলেন, এ তিন জাতের ধান চাষে পানিও কম লাগে, কীটনাশক লাগে না বললেই চলে। ফলনও অনেক বেশি হয়েছে।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ নূর মোহাম্মদ বলেন, মৌসুমের শুরুতে সরকারি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় এ উপজেলায় ৬ হাজারের ওপর কৃষককে উফশী ধানের বীজ, ডিএপি সার ও এমওপি সার বিনামূল্যে দেওয়া হয়। এ ছাড়া ফলন বৃদ্ধিতে মাঠপর্যায়ে থেকে কৃষকদের বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আর উচ্চফলনশীল ধান চাষ করায় ফলনও ভালো হয়েছে।